

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

10001 - ইসলামে পরিবারের মর্যাদা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইসলাম পরিবারের দিকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? পুরুষ, নারী ও শিশুদের ভূমিকাকে কভাবে দেখে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামে পরিবার গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানার আগে আসুন আমরা একটু জনে নহি ইসলাম পূর্ব যুগে পরিবার ব্যবস্থা কমন ছিল এবং আধুনিক পাশ্চাত্যে পরিবার ব্যবস্থা কমন?

ইসলাম পূর্বযুগে পরিবার ব্যবস্থা অত্যাচার ও অবচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে সব অধিকার ছিল পুরুষদের। আরকেটু বশুধভাবে বললে: সব অধিকার ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের। স্ত্রী কথিবা ময়ে ছিল অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত। এর উদাহরণ হচ্ছে- যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে জীবিত রেখে মারা যতে তখন এ স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তানরো এ নারীকে বিয়ে করতে পারত এবং এ নারীর উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত কথিবা এ নারীকে অন্য কথোও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বাধা দিতে পারত। শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরো উত্তরাধিকার সম্পত্তি পতে; নারী ও শিশুরা কোন অংশ পতে না। নারীর প্রতি দৃষ্টিভিঙ্গ ছিল দুর্নাম ও অবমাননাকর; সে নারী মা হোক, ময়ে হোক, কথিবা বোন হোক। কারণ নারীর বন্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। কোন নারী বন্দ হলে সেটো ছিল তার পরিবারের জন্য দুর্নাম ও অবমাননাকর। এ কারণে মানুষ তার দুগ্ধপোষ্য ময়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দতি। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন: “তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানেরে সুসংবাদ দয়ো হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দয়ো হয়, তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ববেও কিতাকে রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফলেবে। সাবধান! তারা যা সদিধান্ত করে তা কত নকিষ্ট!” [সূরা নাহল, আয়াত: ৫৮]

বৃহৎ অর্থে পরিবার বলতে বুঝাত- গোত্র; এ গোত্র গড়ে উঠত একরে উপর অন্যে বজিয় লাভ করার মাধ্যমে; এমনকি সে বজিয় অন্যায়ভাবে হলেও। ইসলাম আগমন করার পর এসব অন্যায়কে মুছে দিয়ে ন্যায়েরে ভিত্তি স্থাপন করে। প্রত্যেকেকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। এমন কি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার অধিকার প্রদান করে। অকালপ্রসূত ভ্রূণেরে অধিকারও

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

নশ্চিতি করে; ভ্রুণের প্রতীসম্মানপ্রদর্শন ও ভ্রুণের জানাঘার নামায আদায় করার মাধ্যমে।

বর্তমানে কটে যদি পাশ্চাত্যেরে পরিবারগুলোর দিকে নজর দিয়ে তাহলে দেখবে পাবে পরিবারগুলোর অবস্থা নড়বড়ে ও নাজুক। পতিমাতা সন্তানদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। না চিন্তার জগতে, আর না চরিত্রিক ক্ষেত্রে। ছলে: সে যখনে ইচ্ছা সখনে যাবে, যা ইচ্ছা তাই করবে। অনুরূপ অবস্থা ময়েরে ক্ষেত্রেও। স্বাধীনতা ও অধিকারের নামে ময়ে যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে আড়া দাবে, যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে ঘুমাবে। ফলাফল কী? ফলাফল হচ্ছে- নড়বড়ে পরিবার, বয়ি বহির্ভূত শিশুদের জন্ম, (বয়স্ক) পতিমাতার সর্বোত্তমহীন জীবনযাপন। জনকৈ জ্ঞানী লোক বলছেন: যদি আপনি এ সমাজে আসল চিত্র দেখতে চান তাহলে জলেখানায় গিয়ে দেখুন, হাসপাতালে যান, কথিবা ওল্ড হোমগুলো ভিজিট করুন। সন্তানরো তাদের পতিমাতাকে উৎসব ও উপলক্ষ ছাড়া চিনে না।

দখো যাচ্ছে, অমুসলিমদের কাছে পরিবার প্রথা ভগ্নপ্রায়। ইসলাম আগমন করার পর পরিবারের ভিত্তি মজবুত করা, পরিবারকে ক্ষতিকারক সবকিছু থেকে হফেযত করা এবং পরিবারিক বন্ধনকে মজবুত রাখার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর সাথে পরিবারের প্রত্যকে সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে:

ইসলাম নারীকে মা হিসেবে, ময়ে হিসেবে, বোন হিসেবে মর্যাদাবান করেছে। মা হিসেবে নারীকে মর্যাদাবান করেছে। দলিল হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সদব্যবহার পাওয়ার বশে অধিকার কার? তিনি বললেন: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়েরে। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার পতির।”[সহি বুখারী (৫৬২৬) ও সহি মুসলিম (২৫৪৮)]

ইসলাম ময়ে হিসেবেও নারীকে সম্মানিত করেছে: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “যে ব্যক্তির তিনিজন ময়ে, কথিবা তিনিজন বোন কথিবা দুইজন ময়ে বা দুইজন বোন রয়েছে, সে যদি এদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং এদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[সহি ইবনে হিব্বান (২/১৯০)]

ইসলাম স্ত্রী হিসেবেও নারীকে সম্মানিত করেছে: আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।”[সুনানে তরিমযি (৩৮৯৫), ইমাম তরিমযি হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইসলাম নারীকে মরিছ ও অন্যান্য অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম অনেকে বিষয়ে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নারীরা পুরুষদের মত (আখলাক ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে)।” [সুনানে আবু দাউদ (২৩৬) কর্তৃক আয়শো (রাঃ) এর হাদিস, আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে (২১৬) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন]

ইসলাম নারীর ব্যাপারে ওসয়িত করেছে, নারীকে স্বামী নির্বাচন করার স্বাধীনতা দিয়েছে। সন্তান প্রতাপালনের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের বড় অংশ নারীর উপর অর্পণ করেছে।

ইসলাম পতিমাতার ওপর সন্তান লালনপালনের গুরু দায়িত্ব আরোপ করছেন:

আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন যে, “তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শাসক দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসে করা হবে। পুরুষ তার পরিবারে দায়িত্বশীল; তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজের লোক তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল। তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তিনি আরও বলেন: আমি এ কথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনছি। [সহিহ বুখারী (৮৫৩) ও সহিহ মুসলিম (১৮২৯)]

ইসলাম পতি-মাতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তাদের সর্বোত্তম করা এবং মৃত্যু অবধি তাদের আনুগত্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বারধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩]

ইসলাম পরিবারে ইজ্জত, সম্মান, পুতঃপবিত্রতা ও বংশ ধারা সুরক্ষা করেছে। ইসলাম ব্যয়ে করার প্রতি উৎসাহ জাগিয়েছে। কিন্তু, নারী-পুরুষের অবাধ মলোমশোতে বাধা দিয়েছে। ইসলাম পরিবারে প্রত্যেকে সদস্যকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছে। পতি-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে— লালনপালন, ইসলামী প্রতাপালন। সন্তানদের দায়িত্ব হচ্ছে পতিমাতার কথা শুনানো ও আনুগত্য করা এবং ভালোবাসা ও সম্মানের ভিত্তিতে পতিমাতার অধিকারগুলো সংরক্ষণ করা। ইসলামে পরিবারিক এ মজবুতরি সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের শত্রুদের সাক্ষ্যবাণী।

আল্লাহই ভাল জানেন।